দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

002

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকতা বনাম কোচিং

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মহামনীষীরা বলে গেছেন, যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। মানব জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আর সেই জ্ঞান অর্জনের স্থান হল- প্রাথমিকভাবে স্কুল, তারপর যথাক্রমে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণই দরিদ্র। তবুও এই দরিদ্র পিতা-মাতারা স্বপ্ন দেখেন এবং আশা করেন তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবে। তাই তারা শিশুদের স্কুলে ভর্তি করে দেন। ভর্তি করার পর শিশুদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে হয়তো অনেক পিতা-মাতাকে অর্থাভাবে ভুগতে হয়। তবুও তারা এই কষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করেন।

দিন পেরিয়ে মাস চলে যায়, হঠাৎ একদিন কোন শিক্ষার্থী হয়তো তার অভিভাবককে বলে যে, সে স্কুলে কোচিং করবে। কোচিং না করলে পরীক্ষায় পাস করা যাবে না। শ্রেণীকক্ষে যদি ভালভাবে পাঠদান দেওয়া হয় তাহলে কোচিংয়ের কোন প্রয়োজন নাই। যাদের অর্থ-প্রতিপত্তি আছে তারা হয়তো কোচিং করবে কিন্তু যারা দরিদ্র তাদের কি হবে? হয়তো কোচিং না করার ফলে ছেলেটি পরীক্ষায় ফেল করবে। তখন বাধ্য হয়েই তাকে স্কুল ছাড়তে হবে। নবাংকুর ফুলের কুঁড়িটি বিকশিত হবার আগেই অকালে ঝরে যাবে।

হয়তো এমনও হতে পারত যে, ছেলেটি স্কুল ত্যাগ করে ঘরে বসে রইল। সে লেখাপড়া শিখে হয়তো ভবিষ্যতে একজন দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হত। একমাত্র কোচিং-এর কারণে দরিদ্র ছেলেটির লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। এটি অত্যন্ত লজ্জাকর ও দুঃখজনক। আমাদের শিক্ষিত সমাজকেই এই বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। এই সমস্যাটি দেশের আপামর দরিদ্র জনগণের সমস্যা। ফলে দেশের প্রায় ৭৮ জন লোকই অশিক্ষিত রয়ে যায়। আমরা যতই শ্লোগান দেই না কেন, সেটা শুধু সান্ত্বনার বাণী। শ্লোগানে কোন ফল লাভ হবে না। যদি না শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে পাঠদান করেন। স্কুলে পাঠদান ছাড়াও শিক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয়। তারপরে যেটা বাড়তি বোঝা সেটা কোচিং। যখন কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা স্কুল বা কলেজে যান তখন তাদের মনে রাখা দরকার যে, এখানে তাদের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের পাঠদানে সাহায্য করা। তারা যদি একটু সদয় হন তাহলে হয়তো এই সমস্যা আর থাকে না। অনেক সময় পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক কারণে পাঠদান বিঘ্নিত হয়। অবশ্য তা পরবর্তী সময়ে কাটিয়ে উঠা সম্ভব। ইদানীং ক্লাসে পাঠদান দেয়ার চেয়ে কোচিং-এর ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখা যায়। এমন কেন হবে?

আজ বলতে বা লিখতে লজ্জাবোধ হচ্ছে যে, শিক্ষকতা পেশার মত এমন একটি সম্মানিত পেশার মধ্যেও চলছে নানা অরাজকতা। এই অরাজকতার প্রধান কেন্দ্র স্থল হচ্ছে কতিপয় নামী-দামী স্কুল। এই নামী-দামী স্কুলের শিক্ষকগণ টাকার পাহাড় গড়ে তুলছেন। মানুষ গড়ার কারিগরগণ যদি এভাবে মানুষ তৈরীর কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে? এ ব্যাপারে সচেতন শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

—নাজমা বেগম